Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

শিরোনাম: অস্তিবাদী দর্শনে সত্তার স্বরুপ

সুকান্ত মুরমু

সহকারী অধ্যাপক,দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Corresponding Author: *সুকান্ত মুরমু

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19535013

সারসংক্ষেপ

অস্তিত্ববাদী চিন্তাবিদরা অস্তিত্বকে সত্তা বলে মনে করেন। তাদের দর্শনের মূল বিষয়বস্তু মানুষের অস্তিত্ব। এখানে অস্তিত্ব শুধুমাত্র জীবিকা নির্দেশ করে না, বরং মানুষের পূর্ণমানবিক বিকাশকেও অন্তর্ভুক্ত করে। বিশ শতকের চারজন মহান অস্তিত্ববাদী দার্শনিক — সোরেন কিয়ের্কেগার্দ, কার্ল ইয়েসপার্স, মার্টিন হাইডেগার এবং জ্যাঁ-পল-সার্ত্রে — তাঁদের দর্শনে প্রধানত মানুষ ও মানুষের অস্তিত্বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এই নিবন্ধে উক্ত চার দার্শনিকের 'সত্তা' সম্বন্ধীয় দার্শনিক চিন্তার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। 'সত্তা' ও 'অস্তিত্ব' — এই দুটি কেন্দ্রীয় ধারণার স্বরূপ উদঘাটনই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 05-02-2026
- **Accepted:** 02-04-2026
- **Published:** 12-04-2026
- **MRR:**4(4); 2026: 118-120
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

সুকান্ত মুরমু. শিরোনাম: অস্থিবাদী দর্শনে সত্তার স্বরুপ. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(4):118-120.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

মূল শব্দসমূহ: অস্তিত্ব, সত্তা, সংগ্রাম, নৈতিকতা, সত্য, অসীমতা, পূর্ণতা, অপূর্ণতা, স্বাধীনতা, চেতনা

ভূমিকা

সত্তাবানের আলোচনা বিভিন্ন দর্শনে গুরুত্ব লাভ করলেও 'সত্তা'র আলোচনা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। অথচ সত্তার আলোচনাই প্রাথমিক ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। সাধারণ অর্থে 'সত্তা' মানে থাকা বা বিদ্যমানতা। 'আমি আছি', 'সে আছে', 'টেবিল আছে' — এই বাক্যগুলিকে বিরুদ্ধভাবে প্রকাশ করলে হয়: 'আমি নেই', 'সে নেই', 'টেবিল নেই'। এই 'নেই' পদটির সার্থকতা খুঁজতে হয় 'আছে' পদটির মাধ্যমে। এই প্রশ্নটিই সত্তাসূচক। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের অবস্থান। একদিক থেকে অস্তিত্ববাদ হল মনুষ্য-পরিস্থিতির দর্শন। অস্তিত্ববাদ বিষয়ের দর্শন নয়, বিষয়ীর দর্শন। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা মনে করেন 'বেঁচে থাকা' আর 'অস্তিত্বশীল হওয়া' এক জিনিস নয়। অর্থহীনভাবে জীবনযাপন করাকে বেঁচে থাকা বলা গেলেও 'অস্তিত্বশীল হওয়া' বলা যায় না। অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ এক প্রকার বিশেষ ব্যক্তিমানুষে পরিণত হওয়া — যে মানুষ আনন্দে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়, বিভিন্ন বিকল্প বিচার-বিবেচনা করে, নির্বাচন করে, সিদ্ধান্ত নেয় ও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। এই প্রবন্ধে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দ, হাইডেগার, সার্ত্রে এবং ইয়েসপার্সের সত্তা সম্পর্কিত মতামত ক্রমানুসারে এবং তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

© 2026 সুকান্ত মুরমু. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

সোরেন কিয়ের্কেগার্দের মতে সত্তা

কিয়ের্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫) ছিলেন অস্তিত্ববাদের প্রথম প্রবক্তা এবং একজন আস্তিক অস্তিত্ববাদী দার্শনিক। অস্তিত্ববাদীদের কাছে 'সত্তা' বা 'অস্তিত্ব' শব্দটি বিশেষ অর্থ বহন করে — শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই 'অস্তিত্ব' শব্দটি প্রযোজ্য। অস্তিত্বকে কখনই একটি ধারণায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়, কারণ অস্তিত্বের ধারণা শুধুমাত্র আস্তিকের সম্ভাবনাকেই বোঝায়।

কিয়ের্কেগার্দ 'আমি কে' — এই প্রশ্নকে চিন্তার মূল বুনিয়াদ হিসাবে ধরেছেন। তাঁর Journals (১৯৩৯, অক্সফোর্ড) গ্রন্থে এই আত্মজ্ঞানের ধারণা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই 'আমি কে' — তাঁর ভাষায় নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান; এই জ্ঞান না থাকলে জগৎকে জানা সম্ভব নয়। আন্তর্মুখীনতার (Inwardness) দ্বারাই জগৎকে জানা সম্ভব। এই আন্তর্মুখীনতা অহংকার নয় — এর সাহায্যে মানুষ জগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। কিয়ের্কেগার্দ দুই প্রকারের 'আমি' শনাক্ত করেছেন: বৈষয়িক আমি এবং আধ্যাত্মিক আমি। বৈষয়িক আমির সত্য চূড়ান্ত নয়; আরেকটি আমি আছে যে সৃষ্টি করতে পারে, কল্পনা করতে পারে, নিজের স্বার্থ না দেখে অপরের মঙ্গল কামনা করে। এই আমির সত্তাকে তিনি Journals গ্রন্থে 'Divine side of man' বলে বর্ণনা করেছেন। আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতাতেই মানুষ সত্য হয়ে ওঠে।

মানব জীবনের তিনটি স্তর

কিয়ের্কেগার্দের মতে, মানব জীবনে তিনটি স্তর আছে:

১. অনুভূতির স্তর (Aesthetic Stage): এই প্রথম স্তরে ইন্দ্রিয়সুখ ও ভোগবিলাসই প্রধান। কোনো কর্তব্য, দায়িত্ব, বা অনুশাসন নেই। এই জীবন দায়িত্বহীন, অস্থির, ক্ষণস্থায়ী এবং নগণ্য।

২. নৈতিক স্তর (Ethical Stage): এই স্তরে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখের নিষ্ফলতা ও হতাশা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং নিজেকে নির্বাচন করে। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। সার্বজনীনতা এই স্তরের বৈশিষ্ট্য।

৩. ধর্মীয় স্তর (Religious Stage): এই সর্বোচ্চ স্তরে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মানুষের সামনে এই তিনটি স্তর সর্বদা উন্মুক্ত থাকে এবং কোনটি নির্বাচন করবে তা মানুষকেই স্থির করতে হবে।

কার্ল ইয়েসপার্সের মতে সত্তা

কার্ল ইয়েসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯) ছিলেন আস্তিক অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা। তিনি মনে করতেন জগতের অন্য সকল প্রাণীর মতো মানুষও জন্মমৃত্যুর অধীন। তবে মানুষের স্বাতন্ত্র্য হল — মানুষ চিন্তাশীল, সচেতন এবং স্বাধীন। তাঁর দর্শনের প্রধান লক্ষ্য ছিল মানব অস্তিত্বের রহস্য উদঘাটন করা।

ইয়েসপার্সের দর্শনে তিন প্রকার সত্তার কথা পাই: (১) স্বরূপ সত্তা (Being-in-itself) — ঈশ্বর বা পরম সত্তা; (২) বহির্জাগতিক সত্তা (Being-There) — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা; এবং (৩) আস্তিক সত্তা (Being Oneself) — অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানবসত্তা। বহির্জাগতিক ও আস্তিক সত্তা উভয়ই পরম সত্তায় অন্তর্ভুক্ত।

ইয়েসপার্সের দর্শনে মানুষের অস্তিত্ব সর্বদাই জগৎ-সম্পৃক্ত (Being-in-the-World) । মানুষ ইন্দ্রিয়-অনুভবের সাহায্যে জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং বুদ্ধির দ্বারা জগৎকে অতিক্রম করে। তবে জগতের সমস্ত জ্ঞানই আপেক্ষিক, ফলে মানুষের পক্ষে পরম সত্তার জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

মানুষ স্বাধীনভাবে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে চলে, কিন্তু জীবন সীমিত হওয়ায় সকল সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে পারে না। ফলে মানুষ ব্যর্থ হয় এবং অপূর্ণতা দেখা দেয়। মানুষের মনে পূর্ণতা লাভের আশা থাকে, কিন্তু মানুষ তা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে — এটাই মানব অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতার ট্র্যাজেডি।

মার্টিন হাইডেগারের মতে সত্তা

মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Being and Time (১৯২৭)-এ 'সত্তা' সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সত্তার কোনো সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ সত্তার থেকে বেশি ব্যাপ্তিযুক্ত কিছু হয় না যার সাহায্যে সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করা যায়।হাইডেগারের দর্শনে জগতে শুধুমাত্র মানুষই অস্তিত্বশীল সত্তা। মানবসত্তার মধ্যে পূর্ণ সত্তা সুপ্ত সম্ভাবনারূপে বিদ্যমান। মানুষের অন্তরে যে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি বর্তমান, সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা মানুষকে আজীবন করে যেতে হয় — মানব জীবন মানেই কর্মময় জীবন।

হাইডেগারের ভাষায় এই কর্মময় জীবনকে 'Dasein' বলা হয়। এটি একটি জার্মান শব্দ: 'Da' মানে জগৎ-সম্পৃক্ত এবং 'Sein' মানে সত্তা (Being)। সুতরাং 'Dasein' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'জগৎ-সম্পৃক্ত সত্তা' (Being-in-the-World) । Dasein সর্বদাই 'আমার' সত্তা — এটি অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এবং যে কোনো বিষয়ে স্বয়ং সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

মানুষের জীবন বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জ্বালা-যন্ত্রণা-ঘাত-প্রতিঘাত-বাধা-বিপত্তি মানুষের জীবনে নিত্যসঙ্গী। এই কারণেই হাইডেগার Being and Time গ্রন্থে কালপ্রবাহের তিন পর্যায়কে 'Care' (কেয়ার) বলে অভিহিত করেছেন — অস্তিত্বের এই যত্নশীলতাই মানুষকে সত্যিকারের সত্তাবান করে তোলে।

জ্যাঁ-পল-সার্ত্রের মতে সত্তা

জ্যাঁ-পল-সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০) তাঁর ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত Being and Nothingness গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে সত্তার আলোচনা করেছেন। তাঁর দর্শনে যেকোনো প্রকাশিত বিষয় নিজেই একটি সত্তা (Being)। উদাহরণস্বরূপ, একটি আলমারি হল সত্তা, এবং প্রকাশিত বিষয়রূপে আলমারিটি একটি সত্তার প্রকাশ।

সার্ত্রের মতে: 'সত্তা হল প্রকাশিত বিষয়ের ভিত্তি ও সকল প্রকাশের শর্ত।' সত্তা কোনো প্রকাশিত বিষয় নয়; সত্তা প্রকাশিত বিষয়ের ভিত্তি। সত্তা ছাড়া প্রকাশ সম্ভব নয়। একটি বিষয় তখনই প্রকাশিত হবে যখনই বিষয়টি সত্তাকে অবলম্বন করবে।

সার্ত্রে দুই প্রকার সত্তার কথা বলেছেন: (১) স্ব-হেতু-সত্তা (Being-for-itself) — এটি মানবসত্তা বা চেতন সত্তা, যা মানসিক ক্রিয়ার ভিত্তি; এবং (২) স্বা-স্থিত সত্তা (Being-in-itself) — এটি বস্তুজগতের সত্তা, যা মানসিক ক্রিয়া নির্দেশিত বিষয়ের ভিত্তি।

সার্ত্রের দর্শনে 'অস্তিত্ব সারধর্মের পূর্বে আসে' (Existence precedes Essence) — এই সূত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ প্রথমে অস্তিত্বশীল হয় এবং পরে তার সারধর্ম নিজেই নির্ধারণ করে। Nothingness সম্পর্কে সার্ত্রে বলেছেন: নিছকতা বা শূন্যতা কেবল জগতের অস্বীকৃতিরূপে নিজেকে প্রকাশ করে এবং তার কেন্দ্রে সত্তাকে বহন করে। এই 'হতে হবে' চেতনাটাই অস্তিত্ববোধের মূলকথা এবং মানুষের স্বাধীনতার সূচক।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

চারজন দার্শনিকের সত্তা-বিশ্লেষণে কিছু মৌলিক মিল ও পার্থক্য লক্ষণীয়। সকলেই মানব অস্তিত্বকে কেন্দ্রে রেখেছেন এবং বস্তু-অস্তিত্ব থেকে মানব-অস্তিত্বকে আলাদা করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর ও ধর্মের প্রশ্নে তাঁরা বিভক্ত: কিয়ের্কেগার্দ ও ইয়েসপার্স আস্তিক, সার্ত্রে নাস্তিক, এবং হাইডেগার এই প্রশ্নে নিরপেক্ষ থেকেছেন।

স্বাধীনতার প্রশ্নে সকলেই একমত যে মানুষ স্বাধীন সত্তা — তবে কিয়ের্কেগার্দের কাছে এই স্বাধীনতা ঈশ্বরের উপহার, সার্ত্রের কাছে এটি মানুষের অভিশাপ ও দায়িত্ব। হাইডেগারের Dasein-এ স্বাধীনতা জগৎ-সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়।

উপসংহার

মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত সত্য হচ্ছে 'আমি আছি' — এই চেতনাই। একই সাথে মানুষ বুঝতে পারে পৃথিবীতে চেতনাযুক্ত আরও মানুষ আছে। চেতনার মধ্য দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়। মানুষের অস্তিত্ব পূর্বশর্তে বাঁধা নয়; যদিও মানুষ স্বাধীন, তবুও মানুষের স্বাধীনতা দেহধর্মের শর্ত ধরেই প্রকাশিত হয়।

মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে। মানুষের যা হয়নি তা মানুষকে হতে হবে — এই 'হতে হবে' চেতনাটাই হল অস্তিত্ববোধের চেতনা। সার্ত্রের ভাষায় একে বলা যায় 'Nothingness-এর চেতনা'। সামগ্রিকভাবে দেখলে, অস্তিত্ববাদী দর্শন আমাদের শেখায় যে মানুষ কেবল একটি জৈবিক সত্তা নয় — সে একটি সচেতন, স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল অস্তিত্ব, যাকে নিজের জীবন নিজেই গড়ে নিতে হয়।

তথ্যসূত্র

1. সরকার, স্বপ্না। *অস্তিবাদ ও প্রতিভাসবিজ্ঞান।* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাব্লিশার্স; ২০০৩।

© 2026 সুকান্ত মুরমু. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2. ঘোষ, সঞ্জীব। *জ্যাঁ-পল-সার্ত্র* কলকাতা: রত্নাবলী; ১৯৮৪।
3. ঘোষ, সঞ্জীব। *প্রতিভাসবিজ্ঞান ও অস্তিবাদ*। কলকাতা: ব্যানার্জী পাব্লিশার্স; ২০০৮।
4. ভদ্র, মৃণালকান্তি। *অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ*। বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৯১।
5. Kierkegaard S. *Either/Or: A Fragment of Life*। Translated by Hannay A. London: Penguin Books; ১৯৯২।
6. Heidegger M. *Being and Time*। Translated by Macquarrie J, Robinson E. New York: Harper & Row; ১৯৬২।
7. Sartre JP. *Being and Nothingness: A Phenomenological Essay on Ontology*। Translated by Barnes H. New York: Washington Square Press; ১৯৮৪।
8. Jaspers K. *Philosophy of Existence*। Translated by Grabau RF. Philadelphia: University of Pennsylvania Press; ১৯৭১।
9. Solomon RC. *From Hegel to Existentialism*। Oxford: Oxford University Press; ১৯৮৭।
10. Macquarrie J. *Existentialism: An Introduction, Guide and Assessment*। London: Penguin Books; ১৯৭২।

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

সুকান্ত মুরমু একজন সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। তিনি দর্শনশাস্ত্রের গবেষণা ও শিক্ষাদানে যুক্ত আছেন। তাঁর আগ্রহের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অস্তিবাদ, প্রতিভাসবিজ্ঞান এবং সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তাধারা অন্তর্ভুক্ত। তিনি একাডেমিক লেখালেখি ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

© 2026 সুকান্ত মুরমু. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/